B.A 2nd Semester

Paper - BENGALI-HC -2016

Unit – III

সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা (রামেশ্বর শ')

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারা

প্রধানত তিনটি ধারায় শব্দার্থ পরিবর্তন হয়।-----

ক) অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার (Expasion of Meaning)

খ) অর্থসঙ্কোচ (Reduction or Contraction of Meaning)

গ) অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ (Alteration or Transfer of Meaning)

অর্থবিস্তার : যদি কোনো শব্দ প্রথমে কোন সংকীর্ণ ভাব বা সীমাবদ্ধ বস্তুকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে রূপক বা অতিশয়োক্তির জন্য বা অন্য কোন কারণে ব্যাপক ভাব বা অধিকতর বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থবিস্তার বা অর্থপ্রসার বলে। যেমন---

'বর্ষ' শব্দটি---- সংস্কৃত 'বর্ষ' শব্দের অর্থ ছিল বর্ষাকাল। বর্ষাকাল হল, বছরের একটি মাত্র অংশ বা বিশেষ কিছুটা সময়। পরবর্তী কালে 'বর্ষ' শব্দটির অর্থ হয়--- সম্পূর্ণ বছর, বছরের কোন অংশ নয়।--- এখানে 'বর্ষ' শব্দটির অর্থবিস্তার ঘটেছে।

মীরজাফর--- মীরজাফর হল একজন বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির নাম। কিন্তু এখন যেকোনো বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তির অর্থেই মীরজাফর নামটি ব্যবহার করা হয়। এখানে মীরজাফর নামটির অর্থবিস্তার ঘটেছে।

RITA DEY

কালি--- কালি শব্দের অর্থ ছিল কালো রঙের তরল পদার্থ। কিন্তু এখন কালি বললে যে কোন রঙের লেখার কালি বোঝায়। এখানে 'কালি' শব্দটির অর্থবিস্তার ঘটেছে।

অর্থসঙ্কোচ : প্রথমে কোনো শব্দের অর্থ যদি একাধিক বস্তুকে বা ব্যাপক ভাবকে বোঝায় এবং কিছুকাল পরে যদি তার অর্থ একাধিক বস্তু বা ব্যাপক ভাবকে না বুঝিয়ে তার মধ্যে একটিমাত্র ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তবে সেই প্রক্রিয়াকে অর্থসঙ্কোচ বলে। যেমন---

প্রদীপ--- সংস্কৃত 'প্রদীপ' শব্দের অর্থ ছিল 'সব ধরনের আলো'। পরে বাংলায় এর অর্থ দাঁড়ায় একটি বিশেষ ধরনের আলো। মাটি বা পেতল দিয়ে তৈরি পাত্র থেকে তেল এবং সলতের সহযোগে সেই বিশেষ আলোটি পাওয়া যায়। এখানে 'প্রদীপ' শব্দটির অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

মনুষ্য--- মনুষ্য বললে সব শ্রেণির মানুষকে বোঝায়। কিন্তু 'মনুষ্য' থেকে আগত 'মুনিস' শব্দের অর্থ হল 'মজুর'। এখানেও অর্থসঙ্কোচ ঘটেছে।

অর্থসংক্রম : শব্দের অর্থপরিবর্তন অনেকগুলি ধাপের মধ্যে দিয়ে হয়। অনেক সময় অর্থপরিবর্তন হতে-হতে শেষ ধাপে এসে শব্দের এমন নতুন অর্থ দাঁড়িয়ে যায় যে মূল অর্থের সঙ্গে তার যোগ সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন মনে হয় শব্দটির অর্থ এক বস্তু থেকে একেবারে অন্য বস্তুতে সরে এসেছে। এই ধরনের পরিবর্তনকে অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ বলে। যেমন,----

ঘর্ম--- সংস্কৃতে প্রথমে ঘর্ম শব্দের অর্থ ছিল গরম। এখন বাংলায় এর অর্থ হল 'ঘাম' বা 'স্বেদ'। এখানে অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ ঘটেছে।

পাত্র— সংস্কৃতে এর অর্থ ছিল 'পান করার আধার'। তা-ই থেকে অর্থবিস্তারের ফলে এর অর্থ দাঁড়ায় 'যে-কোনো রকমের আধার'। তা-ই থেকে অর্থসঙ্কোচের ফলে এর

RTADEY

অর্থ দাঁড়ায় ‘কন্যা দান করার আধার’। এখন সংকীর্ণ অর্থ হল ‘বর’। এখানে অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ ঘটেছে।

সন্দেশ--- ‘সন্দেশ’ শব্দটিতেও অর্থপরিবর্তনের একাধিক প্রক্রিয়া কাজ করেছে। এই শব্দের মূল অর্থ ছিল ‘খবর, সংবাদ’। যখন ডাক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল না তখন আত্মীয়ের বাড়িতে যে ব্যক্তি খবরাখবর নিতে যেত সে কিছু মিষ্টান্ন নিয়ে যেত। এই অনুষঙ্গের সূত্র ধরে সন্দেশ শব্দের অর্থ দাঁড়ায় ‘মিষ্টান্ন’। প্রথমে যে কোনো ধরনের মিষ্টান্ন বোঝাত, এখন বিশেষ ধরনের মিষ্টান্ন বোঝায়। এখানেও অর্থসংক্রম বা অর্থসংশ্লেষ ঘটেছে।

---- শব্দার্থ পরিবর্তনের এই তিনটি ধারা ছাড়া আরও দুটি ধারার কথা পণ্ডিতেরা বলেছেন। সেগুলি হল----

ক) অর্থোন্নতি (Elevation or Melioration of Meaning)

খ) অর্থাবনতি (Degeneration or Pejoration of Meaning)

অর্থোন্নতি : কোনো শব্দের অর্থ যদি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে ভাব বা বস্তুকে বোঝাতো তার চেয়ে সম্মানিত বা আদৃত ভাব বা বস্তুকে বোঝায় তা হলে তাকে অর্থোন্নতি বলে। যেমন----

বাতুল--- ‘বাতুল’ শব্দের মূল অর্থ ‘বায়ুগ্রস্ত, উন্মাদ, পাগল’। কিন্তু এখন ‘বাতুল’ থেকে আগত ‘বাউল’ শব্দের অর্থ বিশেষ সম্প্রদায়। এখানে অর্থোন্নতি ঘটেছে।

ভোগ--- ‘ভোগ’ শব্দের মূল অর্থ হল উপভোগ বা খাদ্যসামগ্রী। কিন্তু দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত হলে ‘ভোগ’ শব্দের অর্থোন্নতি ঘটে।

RITA DEY

অর্থাবনতি : কোনো শব্দের অর্থ যদি এমন ভাবে পরিবর্তিত হয় যে শব্দটিতে প্রথমে যে বিষয়কে বোঝাতো তার চেয়ে হেয় বা অনাদৃত বা তুচ্ছ বিষয়কে বোঝায় তা হলে তাকে অর্থাবনতি বলে। যেমন----

মহাজন--- 'মহাজন' শব্দের মূল অর্থ মহৎ ব্যক্তি। কিন্তু এখন মহাজন বললে মহাজনী -কারবারী বা ঋণ ব্যবসায়ীকে বোঝায়। এখানে শব্দটির অর্থাবনতি ঘটেছে।

মনুষ্য--- 'মনুষ্য' শব্দের মূল অর্থ যে কোনো শ্রেণির মানুষ। মনুষ্য থেকে আগত 'মুনিষ' শব্দের অর্থ হল মজুর। এখানেও অর্থাবনতি ঘটেছে।

লেখক রামেশ্বর শ'-এর মতে, এই দুটি পৃথক ধারার আলোচনা পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু একটু মন দিয়ে দৃষ্টান্তগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায়,--- এই দুটি ধারাকেও উপরে আলোচিত ধারাগুলির কোনো না কোনো ধারার মধ্যে ফেলা যেতে পারে।

শব্দার্থ পরিবর্তনের ধারায় সমাজের অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন---

ক) শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারায় জাতির সামাজিক ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

যেমন---

কলম---- 'কলম' শব্দের মূল অর্থ হল 'শর' বা 'খাগ'। এর থেকে বোঝা যায় আগের দিনে লোকে শরের কলম ব্যবহার করত।

পেন--- ইংরাজি 'পেন' শব্দটি লাতিন penna থেকে এসেছে। লাতিন ভাষায় শব্দটির অর্থ ছিল 'পাখির পালক'। এর থেকে অনুমান করা যায় পাশ্চাত্য দেশে আগেকার দিনে লোকে পাখির পালকের কলম ব্যবহার করত।

RITA DEY

বিবাহ--- ‘বিবাহ’ শব্দের মূল অর্থ হল ‘বিশেষ রূপে বহন করা’। এ থেকে কোনো কোনো সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন অতীতে বিবাহযোগ্যা কন্যাকে অপহরণ করে ঘোড়ার পিঠে বহন করে নিয়ে যাওয়া হত। ‘বিবাহ’ শব্দের মূল অর্থের মধ্যে তার ইঙ্গিত আছে।

---- শব্দের অর্থ পরিবর্তনের ধারা থেকে এইভাবে সমাজের অতীত ইতিহাসের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

.....

RITA DEY